যুগান্তর

তারিখ ... 15 JAN 20 3 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৮ ...

মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক এখনও ছাপা হয়নি

ফয়জুল্লাহ মাহমুদ

মাদ্রাসার দাখিল স্তরের পাঠ্যপুস্তক এখনও বাজারে আসেনি। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ এসব বই ১৫ জানুয়ারির মধ্যে বাজারজাত করার জন্য দ্বিতীয় দফায় সময়সীমা নির্ধারণ করলেও তা রক্ষা করতে পারেনি। অবশ্য বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ মনিরুল ইসলাম বলেছেন, দু-একদিনের মধ্যেই দাখিল স্তরের পাঠ্যবই বাজারে যাচ্ছে। এ বছর দাখিল স্তরের বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য পাঠ্যবইয়ের চাহিদা ধরা হয়েছে ২৭ লাখ। এ স্তরে মোট ২২টি বই। প্রকাশক সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যে ১৬ লাখ বই ছাপার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হয়েছে। দেশে ৭১০টি মহিলা মাদ্রাসাসহ দাখিল মাদ্রাসার সংখ্যা ৫ হাজার ৩৯১টি। দাখিল স্তরে কোন সরকারি মাদ্রাসা নেই।

এ বছর ২ জানুয়ারির মধ্যে মাদ্রাসার সব বই বাজারজাত করার জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ সময়সীমা নির্ধারণ করেছিল। পরে তা বাড়িয়ে ১৫ জানুয়ারি করা হয়। সেই নির্ধারিত সময়েও শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। এজন্য মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ ও প্রকাশনা সংস্থাগুলো পরস্পরকে দোষারোপ করেছে। প্রকাশকরা বলেছেন, পরিমার্জিত সিলেবাসের পজেটিভ এবং নিরাপত্তা কাগজ সরবরাহের বিলম্বই পাঠ্যবই বাজারজাতকরণের বিলম্বের কারণ। তবে

পাঠ্যপুস্তক : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৮

পাঠ্যপুস্তক : মাদ্রাসা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বোর্ড কর্তৃপক্ষ পজেটিভ ও নিরাপত্তা কাগজ সরবরাহের ক্ষেত্রে বিলম্বের কথা স্বীকার করে বলেছে, প্রকাশকদের একটি অংশের আইনি লড়াইয়ের কারণে বই প্রকাশে বিলম্ব হয়। পজেটিভ ও নিরাপত্তা কাগজ সরবরাহে দেরি হওয়ার কারণেই সময়সীমা এক দফা বাড়ানো হয়েছিল। জানা গেছে, দু-চার দিনের ভেতরে বিভিন্ন শ্রেণীর ১৩টি মূল বই প্রথমে বাজারে যাবে।